হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | সপ্তদশ সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

১। দোয়া ... ... ৩৬৩ পৃঃ
২। অমৃত বাণী ... ... ৩৬৪—৬৬ "
৩। আয়রে ছুটে কাদিয়ানে (কবিতা) ৩৬৬ "
৪। চিরজীবী হইবার উপায়—খোদার পথে মৃত্যুর-বরণ ... ... ৩৬৭—৭৮ "
৫। আবার যুদ্ধ বাঁধিল, আবার হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে চলিল ... ৩৭৮—৭৯ পৃঃ
৬। জগৎ-আমাদের ... ... ৩৮০—৮৪ "

আহমদীয়তের সত্যতার এক জলন্ত নিদর্শন

আমরা বিগত সংখ্যা আহমদীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বিগত ১৯শে আগষ্ট কাদিয়ানের আহমদীয়া জমাত হজরত রসুল করীমের (সাঃ) শিক্ষানুসারে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। তখন কতিপয় হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক ইহাতে উপহাস করিয়াছিলেন। যাহা হউক, খোদাতালা আহমদীদের প্রার্থনার ঠিক পর দিবসই মুষলধারে বৃষ্টি-পাত করিয়া তাহাদের এই উপহাসের জওয়াব দেন।

অতঃপর জানা গিয়াছে যে, আহমদীয়া জমাতের প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার এই নিদর্শনটিকে মামুলী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ঘটনার দুই তিন দিন পরই স্থানীয় হিন্দুগণও বৃষ্টি-পাতের জন্য নিজ ধর্ম্মানুযায়ী জাগ ও প্রার্থনা করেন। কিন্তু আহমদীয়া জমাতের গৌরব রক্ষার্থ খোদাতা'লা আর বৃষ্টি-পাত তো করিলেনই না, বরং আকাশে যে কয়েক খণ্ড মেঘ বিচরণ করিতেছিল তাহাও অন্তর্হিত করিয়া দিলেন। সোবহানাল্লাহ!

এই নিদর্শনটিকে আরো নিঃসন্দেহ করিবার উদ্দেশ্যে খোদাতা'লা আর একটি ঘটনা সংঘটিত করেন। ২৬শে আগষ্ট আহরারগণ এস্তেস্কার নামাজ পড়িয়া বৃষ্টি-পাতের জন্য দোয়া করেন। কিন্তু পুনরায় সেই দশাই হইল; তিন দিবস পর্য্যন্ত কোন বৃষ্টি-পাত হইল না।

নিদর্শনটিকে আরো গৌরবান্বিত করিবার জন্য খোদাতা'লা আর একটি বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত করিলেন। আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) যিনি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ধরমশালা গিয়াছিলেন, ২৯শে আগষ্ট কাদিয়ান প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন হুজুরের কতিপয় দাস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজাদা খালের সেতু পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তন্মধ্যে মৌলানা আবুল আতা জালান্ধরী—ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইন মিশনারী সাহেবও ছিলেন। হুজুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, এখানে তো বৃষ্টির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না! আপনি তো আমাকে তার করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, এখানে বৃষ্টি হইয়াছে!" তখন উক্ত মৌলানা সাহেব বলিলেন, "হুজুর আমাদের প্রার্থনার পর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপর হিন্দুগণ জাগ ও প্রার্থনা করিয়া আমাদের এই নিদর্শনটিকে সন্দেহাচ্ছন্ন করিতে চাহিয়াছিল। হিন্দুদের জাগ-তপের পর আবার আহরারগণ এস্তেস্কার নামাজ পড়িয়া বৃষ্টি-পাত আরো স্থগিত করিয়া দিয়াছে। তখন হুজুর বলিলেন, "তাহাদের নামাজের পরও তো তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে"। তদুত্তরে মৌলানা সাহেব নিবেদন করিলেন, "এখন হুজুর তশরীফ আনিয়াছেন, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় তাঁহার অনুগ্রহ-বারি বর্ষণ করিবেন"। হুজুর তখন ঈষৎ হাসিলেন এবং দোয়া করিলেন।

এই ঘটনার পর চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতেই পর দিবস বিকালে খোদাতা'লার অনুগ্রহে পুনরায় মুষলধারে বৃষ্টি-পাত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কি মহিমা! তিনি আহমদীয়া জমাতের প্রার্থনায় দুই বারই বৃষ্টি-বর্ষণ করিলেন, অথচ অপর দুই সম্প্রদায়ের প্রার্থনায় এক বারও বৃষ্টি-পাত করিলেন না, বরং আকাশে যে দুই এক খণ্ড মেঘ বিচরণ করিতেছিল তাহাও অপসারিত করিয়া দিলেন। ইহা কি আহমদীয়া জমাতের সত্যতার এক জলন্ত নিদর্শন নয়?

নবী দিবস

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) কর্ত্তৃক আগামী ১লা অক্টোবর নিখিল-বিশ্ব নবীদিবস ধার্য্য হইয়াছে। সকল আহমদীয়া জমাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ তৎ-পর হউন। উক্ত দিবসকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য যত্নবান হউন। উক্ত দিবস বিতরণের জন্য "মহানবী হজরত মোহাম্মদ" নামীয় পুস্তিকাখানা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন অফিস হইতে চাহিয়া লউন। ইহার মূল্য প্রতি কপি দুই পয়সা, ৫০ কপি একত্রে এক টাকা মাত্র।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

পাক্ষিক

তাহযীব

নবম বর্ষ | ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ | সপ্তদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

আহারের পূর্ব্বে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অনুবাদ—"আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়া এবং আল্লাহ্‌র আশীষ কামনা করিয়া আরম্ভ করিতেছি।"

আহারের পর

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

অনুবাদ—"হে আল্লাহ্‌! আমাদের এই খাদ্যকে বরকত-যুক্ত (আশীষ-যুক্ত) কর এবং তদপেক্ষা উত্তম খাদ্য আমাদিগকে ভবিষ্যতে খাওয়াও। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে আহার করাইয়াছেন এবং পান করাইয়াছেন এবং আমাদিগকে মুসলিম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।"

যিনি আহার করান তাঁহার জন্য

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ *

অনুবাদ—"হে আল্লাহ্‌, তুমি তাঁহাকে যে 'রিজিক' (পানীয় ও আহার্য্য) দিয়াছ তাহাতে 'বরকত' বা আশীষ বর্ষণ কর, তাঁহার দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা কর এবং তাঁহার প্রতি দয়া কর।"

বিবাহের পর বিবাহিত দম্পতির জন্য

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ *

অনুবাদ—"আল্লাহ্‌ তোমার উপর 'বরকত' বর্ষিত করুন এবং তোমাদের উভয়ের উপর 'বরকত' বর্ষিত করুন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করুন।"

স্ত্রী-সহবাস কালে

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا *

অনুবাদ—"আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিতেছি এবং তাঁহার আশীষ কামনা করিতেছি। হে আল্লাহ্‌! আমাদিগকে শয়তান (অর্থাৎ সকল কুপ্রভাব) হইতে দূরে রাখ এবং আমাদের সন্তানদিগকেও শয়তান হইতে দূরে রাখ।"

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

প্রকৃত ইসলাম

"ইসলাম কি জিনিষ? ইহা সেই অগ্নি যাহা আমাদের পার্থিব জীবনকে ভস্মীভূত করিয়া আমাদের 'বাতেল মাবুদ' বা অপ্রকৃত দেবতাদিগকে জ্বালাইয়া দেয় এবং সত্য ও পবিত্র 'মাবুদ' বা উপাস্যের সমীপে আমাদের প্রাণ, আমাদের ধন ও আমাদের সম্মানের কোরবানী উপস্থিত করায়। এই উৎসে প্রবেশ করিয়া আমরা এক নব-জীবন-সুধা পান করি এবং আমাদের সমুদয় আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহ খোদার সহিত এরূপ ভাবে সংযুক্ত হয়, যেমন বৃক্ষের এক শাখা অপর শাখার সহিত সংযুক্ত হয়। বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় এক আলো আমাদের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হয় এবং অপর এক আলো উপর হইতে আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়। এই দুই আলোর মিলনে আমাদের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও কু-আকাঙ্খা এবং অনৈশ্বরিক প্রেম ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং আমাদের প্রাথমিক জীবনে এক মৃত্যু আসে। এই অবস্থার নামই কোরান শরীফ মতে ইসলাম।" ('ইসলামী অসুল কি ফালাসফি', পৃঃ ৯৯)

খোদাতা'লার অপার করুণা

"জনৈক ইহুদী এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল, 'আমি তোমাকে যাদু শিখাইব, তবে শর্ত এই যে, তুমি কোন পুণ্য কাজ করিতে পারিবে না'। নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলেও সেই ব্যক্তির যাদু শিক্ষা হইল না দেখিয়া, ইহুদী বলিল, 'ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই কোন না কোন ভাল কাজ করিয়া থাকিবে এবং সেই কারণেই তুমি যাদু শিখিতে পার নাই'। সেই ব্যক্তি বলিল, 'আমি তো কোন ভাল কাজ করি নাই তবে রাস্তা হইতে কাঁটা সরাইয়াছি মাত্র'। ইহুদী বলিল 'এই কারণেই তুমি যাদু শিখিতে পার নাই'। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, তবে তো খোদাতা'লার বড়ই কৃপা যে, তিনি সামান্য পুণ্যের প্রতিদানে মহা পাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিলেন। এরূপ সামান্য কাজেরও যিনি প্রতিদান দেন এমন খোদাকেই আমাদের উপাসনা করা উচিত'।

খোদা এমন দানশীল যে, মানুষ যদি কাহাকেও এক গ্লাস জল পান করায় তাহারও তিনি প্রতিদান দেন। একটি স্ত্রীলোক জঙ্গলে যাইতেছিল, রাস্তায় সে একটি পিপাসার্ত্ত কুকুরকে দেখিয়া নিজ কেশ দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করতঃ তৎসাহায্যে কুপ হইতে জল তুলিয়া কুকুরকে পান করাইল। ইহাতে রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌ তাহার এই কার্য্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাকে তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, যদিও সে চির-জীবন পাপ কর্ম্ম করিয়াছিল।" ('আল্‌-বদর', ৩রা জুলাই, ১৯০৩)

খোদাতা'লার 'রবুবীয়ত' বা প্রতিপালন

"ভাবিয়া দেখ, সন্তানের জন্ম-কালে আল্লাহ্‌তা'লা কেমন করিয়া নাক, কাণ ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তাহার সেবার জন্য দুই জন ভৃত্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন। পিতামাতা যে দয়া করিয়া প্রতিপালন করেন তাহাও খোদাতা'লারই প্রতিপালন।

কতিপয় লোক আছে, যাহারা খোদাতা'লার উপর ভরসা না করিয়া অন্যের উপর ভরসা করিয়া থাকে এবং বলে, 'অমুক না হইলে আমি ধ্বংস হইয়া যাইতাম, অমুক আমার প্রতি বড়ই 'এহসান' বা অনুগ্রহ করিয়াছে'। সে বুঝিতে পারে না যে, এই যাবতীয় অনুগ্রহই খোদাতা'লার তরফ হইতেই হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,—قل اعوذ برب الفلق—অর্থাৎ, "বল, আমি সেই খোদার শরণাপন্ন হইতেছি, যিনি সমস্ত প্রতিপালন-কার্য্যের কর্ত্তা"। 'রাব্‌' (প্রতিপালন-কর্ত্তা) তিনিই। তিনি ভিন্ন আর কেহই 'রহম' (দয়া) বা 'পরওয়ারেশ' (প্রতিপালন) করেন না। এমন কি, মাতাপিতা সন্তানের প্রতি যে দয়া করেন তাহাও প্রকৃতপক্ষে সেই খোদারই দয়া বটে, এবং বাদশাহ্‌ যে প্রজার প্রতি 'এন্‌সাফ' করেন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন এই সবই মূলতঃ খোদাতা'লারই অনুগ্রহ।

এই সব অনুগ্রহ দ্বারা খোদাতা'লা এই শিখাইতে চান যে, তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। সকলের 'পরওয়ারেশ'ই তাঁহারই 'পরওয়ারেশ'। কোন কোন লোক বাদশাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বলে, 'তিনি না হইলে আমি ধ্বংস হইয়া যাইতাম; তিনি আমার অমুক কাজ করিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি'। স্মরণ রাখিও, এরূপ কথা যাহারা বলে, তাহারা কাফের (খোদার অস্বীকারকারী) বটে। মানুষের উচিত কাফের না হইয়া 'মোমেন' হওয়া, এবং কেহ মোমেন হইতে পারে না, যে-পর্য্যন্ত-না সে হৃদয়ে এই দৃঢ়-বিশ্বাস পোষণ করে যে, সকল 'পরওয়ারেশ' ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতেই হয়। খোদাতা'লার অনুগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের বন্ধু-বান্ধবও কোন কাজে আসিতে পারে না। সন্তান এবং অন্যান্য সকল আত্মীয়-স্বজনেরও এই অবস্থা। আল্লাহ্‌তা'লার 'রহম' বা অনুগ্রহ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

খোদাতা'লা বলেন, 'প্রকৃত পক্ষে আমিই তোমাদের প্রতিপালন করি'। খোদাতা'লা প্রতিপালন না করিলে কেহই প্রতিপালন করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লা যখন কাহাকেও রোগ-গ্রস্ত করেন তখন কোন কোন স্থলে ডাক্তার শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও রোগী মারা যায়। প্লেগ রোগের প্রতি লক্ষ্য কর, সকল ডাক্তারের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই রোগ দূরীভূত হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, সকল মঙ্গল তাঁহারই তরফ হইতে আসে এবং তিনিই সকল অমঙ্গল দূরীভূত করেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আবার বলেন—الحمد لله رب العالمين —"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য"। সমস্ত বিশ্বের উপর সমস্ত 'পরওয়ারেশ' বা প্রতিপালন-কার্য্য তিনিই করিতেছেন। 'আর-রাহমান' তিনি, তাঁহার 'রহমত' বা অনুগ্রহের কোন প্রতিদান নাই। যদি আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে কুকুর করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে মানুষের আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না। মানুষ কি এরূপ বলিতে পারিত যে, 'হে আল্লাহ্‌, আমার অমুক পুণ্য কাজ ছিল, তুমি তাহার প্রতিদান দেও নাই'? আর-রাহীম শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা পুণ্য কাজের সুফল প্রদান করেন। যথা নামাজ, রোজা, সদ্‌কা, ইত্যাদি পুণ্য কাজ যাঁহারা করেন তাঁহারা দুনিয়াতেও অনুগ্রহ পাইবেন এবং পরকালেও পাইবেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—

ان الله لا يضيع اجر المحسنين

অপর এক জায়গায় বলেন—

من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره —

—অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লা কাহারো পুরস্কার নষ্ট করেন না, কাহারো অনু পরিমাণ পুণ্য থাকিলেও তিনি তাহার প্রতিদান দেন।" (আল-বদর, ৩রা জুলাই, ১৯০৪)

মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িলে বাঁচিবার জন্য দোয়া করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ

"খোদা প্রেমিক ব্যক্তির উপর যখন বিপদাপদ অবতীর্ণ হয় এবং মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনি নিজ প্রিয় রাবের সঙ্গে এই বিপদাপদ হইতে বাঁচিবার জন্য খামাখা ঝগড়া করেন না। কেননা, এরূপ সময় বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করা খোদাতা'লার সঙ্গে লড়াই করা এবং বন্ধুতা-বিরোধী। প্রকৃত প্রেমিক বরং বিপদের সময়ে আরো অগ্রসর হন এবং এরূপ সময়ে নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এবং পৃথিবীর ভালবাসাকে বিদায় দিয়া আপন 'মৌলা' বা পরম বন্ধুর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাঁহার সন্তোষ বা প্রীতি অর্জ্জন করিতে চান। এরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌-তা'লা বলিয়াছেন,—

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله - والله رؤف بالعباد —

—অর্থাৎ খোদার প্রিয় বান্দা নিজ জীবন খোদার পথে বিলাইয়া দেন, এবং তৎ-পরিবর্ত্তে খোদাতা'লার সন্তোষ ও প্রীতি ক্রয় করিয়া লন। এই সকল লোকই খোদাতা'লার বিশেষ অনুগ্রহের ভাজন হন।" (ইসলামি-অসুল-কি-ফালসোফা, পৃঃ ১২৯)

মৃত্যুর পরে প্রত্যেক ব্যক্তিই এক অভিনব অবয়ব লাভ করিবে

"আমি অতি জোরের সহিত বলিতেছি যে, খোদাতা'লা যেমন বলিয়াছেন তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর পর এক নব অবয়ব লাভ করিয়া থাকে। তাহা 'নুরানী' বা জোতির্ম্ময়ই হউক, আর 'জুল্‌মতী' বা কালিমাময়ই হউক। মানুষ যদি এই নেহায়ত সুক্ষ্ম তত্ত্বটি কেবল যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চায় তবে তাহার ভ্রম হইবে। তাহার বরং বুঝিয়া রাখা উচিত যে, চক্ষু যেমন মিষ্ট দ্রব্যের স্বাদ বর্ণনা করিতে পারে না এবং জিহ্বা

যেমন কোন বস্তুকে দেখিতে পারে না, তদ্রূপ পরকাল সম্বন্ধীয় তত্ত্বও কেবল যুক্তির সাহায্যে উদ্ঘাটিত হইতে পারে না—তাহা কেবল পবিত্র 'মোকাশেফাত' (revelation) দ্বারাই লাভ হইতে পারে। খোদাতা'লা এই জগতের বস্তু সমূহকে জানিবার জন্য পৃথক পৃথক পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অতএব প্রত্যেক দ্রব্যকেই উহার জন্য নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে তালাস কর, তবেই তোমরা তাহা পাইবে।" (ইসলামী-অসুল-কি-ফালসফী, পৃঃ ১১৪)

আয়রে ছুটে কাদিয়ানে

"আয়রে ছুটে কাদিয়ানে"
তোরা কে হবি আহমদী আয়রে ছুটে কাদিয়ানে,
বইছে আজ ইমান হাওয়া গান গাহিয়া উতল মনে।
খোদার নিকট হতে,
কে এল স্বর্গীয় স্রোতে,
শিহরি কাঁপ্‌ল মানব,
কাঁপ্‌ল ধরা অকারণে।
এথায় সবে আসছেরে,
আজব খেলা দেখে তারি পরাণ আমার ভুলছেরে।
বিধর্ম্মীও আসছে খুব,
নবীর প্রেমে দিচ্ছে ডুব,
পশ্চিমের ঐ ইসলাম বুঝি আবার খুলছেরে।
তাই সবে আসছে রে।

ভেঙ্গেছে আজ ভুলের বাঁধন মিথ্যা যত যায়রে টুটে
ইমানেরই সুরে সুরে দেশে দেশে চলরে ছুটে।
তাহার পরশ পেয়ে
গেছে ধরা সত্য ছেয়ে
তাই বুঝি বা আসছে লোকে হেথায় দলে দল
পাচ্ছে হেথায় সত্যের নিশান
আরও যে গো মনের বল।
পাল তুলেছি ইসলাম ভেলায়।
জীবন সাঁঝে নূতন খেলায়।
মন দিয়ে শোন হেথায় আজি কিসের কোলাহল।
দেশ বিদেশের লোক কেন আসছে দলে দল।

—আমেনা
কাদিয়ান

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আহমদীর গ্রাহক গ্রাহিকাগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, কতিপয় গ্রাহকের বিশেষ অনুরোধে আগামী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আহমদীর ভি, পি, স্থগিত রাখা স্থির হইয়াছে। অতএব আশা করি, যে-সকল বন্ধু এখনো তাঁহাদের চাঁদা আদায় করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই সুযোগে নিজ নিজ চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন।

ম্যানেজার, আহমদী

চিরঞ্জীবি হইবার উপায়—খোদার পথে মৃত্যুবরণ

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) 'সাহাবা' বা সহচরগণের ত্যাগের মহৎ আদর্শ

জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করিতে হইলে তাহরিক-জদীদের কোরবাণীর আহ্বানে সাড়া দাও

[হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ) ৪ঠা আগষ্ট তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম]

হজরত রসুল করীম (সাঃ) একদা তদীয় এক সহধর্ম্মিনীর গৃহে একটি রজ্জু লটকান দেখিতে পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলেন যে, তদীয় এক স্ত্রী রাত্রিতে নামাজ পড়িতে পড়িতে যখন তন্দ্রাভীভূত হইতেন তখন দাঁড়াইয়া এই রজ্জু ধারণ করিতেন। হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "ইহা কোন 'নেকী' (পুণ্য কাজ) নহে ; এতটুকু উপাসনা করাই 'নেকী' যতটুকু উপসনায় মানুষের মনে গ্লানি বা বিরক্তির ভাব না আসে এবং যাহা স্থায়ী এবং সর্ব্বদা সম্পাদন করা যায়। কোন 'নেকী' যদি কেহ কিছু দিন করিয়া ছাড়িয়া দেয়, বা কিছু দিন পর তাহাতে শৈথিল্য করে, বা কিছুদিন পর সেই পুণ্য কাজের জন্য তাহাকে জাগ্রত করিবার আবশ্যক পড়ে, তবে সেই 'নেকী' বাহ্যতঃ অধিক হইলেও খোদাতা'লার দৃষ্টিতে তাহা লঘু হইয়া যায় এবং উহার সোয়াবও কমিয়া যায়। কারণ আসল জিনিষ হইল, খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করা এবং তাঁহার সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা। কোরান করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন :—

منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر

—"সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে কতিপয় লোক নিজ জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াছে, আর কতিপয় লোক ইহার অপেক্ষায় আছে" —অর্থাৎ কতিপয় লোক 'শাহাদত' বা আল্লাহ্‌র-পথে-মৃত্যুবরণ করিয়া জগতের নিকট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌র সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিয়াছেন ; আর কতিপয় লোক যদিও এখনো অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে পারেন নাই—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু লাভ করেন নাই—কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ যে, তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুবরণের প্রতীক্ষায় আছেন।

হজরত খালেদ বিন-ওয়ালিদকে রসুল করীম (সাঃ) سيف من سيوف الله —অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌তা'লার তরবারী সমূহের মধ্যে এক তরবারী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি রসুল করীমের (সাঃ) শেষ জীবনে ইমান আনিয়াছিলেন। অহুদ যুদ্ধে মোসলমানদের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার কর্ত্তা তিনিই ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সেই সকল যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাহারা কৌমের দৃষ্টিতে বাড়িয়া যাইতেছিল এবং উন্নতি করিতে-ছিল। অহুদ যুদ্ধে তিনি কাফেরদের এক সৈন্য-বাহিনীর 'কমেণ্ডার' ছিলেন। কাফেরগণ পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, তখন তাহার দৃষ্টি হটাৎ সেই চুড়ার প্রতি পড়িল যথায় রসুল করীম (সাঃ) দশ জন লোককে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দশ জন লোক ভুল করিয়া সেই চূড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। খালেদ তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন যে, এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়া যায় না। তাই তিনি আকরামাকে ডাকিলেন—আকরামাও এক জন যুবক ছিলেন—এবং উভয়ে মিলিয়া একটি ছোট বাহিনী নিয়া পিছন হইতে মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন।

তারপর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে অনেকবার বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীস সমূহেও এই সকল ঘটনা মোসলমানগণ পড়িয়া আসিতেছেন এবং কোরান করীমেও এই সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, এক স্থানে বরং বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। এই সকল ঘটনার মূল কর্ত্তা খালেদই ছিলেন এবং অহুদ যুদ্ধ-কাল পর্য্যন্ত তিনি বরাবর ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিতেছিলেন। আহ্‌জাব যুদ্ধের পর তিনি মোসলমান হন এবং পুনরায় ইসলামে উন্নতি করিতে থাকেন। রসুল করীমের (আঃ) দূরদর্শী দৃষ্টি তাঁহাকে এমন করিয়া চিনিল

যে, মক্কা-বিজয়ের সময় ইসলাম সৈন্য বাহিনীর এক পার্শ্বের কমেন্ডার তিনি স্বয়ং ছিলেন এবং অপর পার্শ্বের কমেন্ডার খালেদ-বিন-ওয়ালিদকে নিযুক্ত করেন। অতঃপর মুতা যুদ্ধের সময়ও খালেদই সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তখন 'এল্‌হাম', দ্বারা রসুল করীমকে (সাঃ) জানাইয়াছিলেন যে, খালেদ আল্লাহতা'লার তরবারী সমূহের মধ্যে এক তরবারী।

তিনি ইসলামের খাতিরে প্রাণের কোরবাণীর জন্য যেরূপ প্রস্তুত থাকিতেন তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইসলাম গ্রহণ করার পর আরামে বসিয়া থাকা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেন নাই। যেখানেই যুদ্ধ হইত সেখানেই তিনি চলিয়া যাইতেন। এক স্থানে যুদ্ধের অবসান হইলে অপর স্থানের জন্য নিজকে ভলান্টিয়ার রূপে পেশ করিয়া দিতেন। এমন কোন বিপদ-সঙ্কুল স্থান ছিল না যথায় তিনি পৌঁছেন নাই। যে তুমুল যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট কাইসার আপন সেনাপতিকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিল যে, যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আসিলে নিজ কন্যাকে তাহার নিকট বিবাহ দিবে এবং রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়া দিবে সেই তুমুল যুদ্ধেও খালেদের তরবিরেই মোসলমানগণের বিজয়-লাভ হয়। এক মহা সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করা এবং শাহী খান্দানের বর হওয়া সামান্য কথা নয়। সুতরাং এর জন্য যে, সেই সেনাপতি কেমন আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকিবে তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পার। ইসলামী ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সেই সেনাপতি মোসলমানদের বিরুদ্ধে দশ লক্ষ্য সৈন্য নিয়া আসিয়াছিল, ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকগণ বলেন, দুই তিন লক্ষ সৈন্য নিয়া আসিয়াছিল। মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ইসলামী ঐতিহাসিকগণের মতে ষাট হাজার ছিল এবং খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণের মতে এক লক্ষ ছিল। যাহা হউক, সর্ব্বনিম্ন অনুমান ধরিয়া নিলেও কাফেরগণের সৈন্য মোসলমানদের তিন গুণ ছিল। অধিকন্তু কাফেরগণ যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিল।

কাফেরদের সৈন্যাধিক্য দেখিয়া মোসলেম সেনাপতি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পশ্চাদ-গামী হইয়া হজরত ওমরকে (রাঃ) লেখা উচিত যেন সাহায্যের জন্য আরো সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন এক মাত্র খালেদ-বিন-অলিদই দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কখনো ইসলামী সৈন্য-দলকে পশ্চাৎ-গামী হইতে পরামর্শ দেই না। কারণ আমরা পশ্চাৎ-গামী হইলে শত্রুদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে, কারণ তাহারা শেষ যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং মারিবার বা মরিবার পণ করিয়া আসিয়াছে। আপনি ষাট হাজার মোসলেম সৈন্যকে কম মনে করেন, কিন্তু আমি বলি, মোসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা এমন আত্ম-সম্মান-বোধ ও ত্যাগের ভাব সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আপনি অনুমতি দিলে আমি ষাট জন মোসলমান বাছিয়া নিয়া শত্রুদলকে আক্রমণ করিতে পারি।"

সেনাপতি খালেদের এই আবদার অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় সাহাবাও (রাঃ) খালেদের কথা সমর্থন করেন এবং খালেদকে নিজ ইচ্ছামত ষাট জন লোক বাছিয়া নিতে অনুমতি দিতে সেনাপতিকে অনুরোধ করেন। ফলে সেনাপতি ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাহারা নিজদিগকে পেশ করুক। তখন শত শত মোসলমান নিজদিগকে পেশ করেন, তন্মধ্যে ষাট জনকে তিনি বাছিয়া লইলেন। এই ষাট জনের মধ্যে তাঁহার পুরাতন বন্ধু আকরামাও (আবু জাহেলের পুত্র) ছিলেন। এই ষাট জন মোসলেম সৈন্য ষাট হাজার আরবী খৃষ্টান সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। কাইসর লৌহ দ্বারা লৌহ কাটিবার উদ্দেশ্যে আরবের মোসলমানগণের বিরুদ্ধে আরবীয় ষাট হাজার খৃষ্টান সৈন্যকেই অগ্রে রাখেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য পিছনে থাকে।

ষাট জন মোসলেম বীর তখন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা এক যোগে আক্রমণ করিয়া শত্রু সৈন্যের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছিয়া খৃষ্টান সেনাপতিকে নিহত করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ তাঁহারা শত্রুসৈন্যের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিয়া সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। যে সেনাপতি দশ লক্ষ সৈন্যের অধ্যক্ষ তাহার হেফাজত ও পাহাড়ার যে কত বন্দোবস্ত থাকিবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক তীর যে গতিতে ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বাজপাখী যে গতিতে অন্য পাখীর উপর পতিত হয় ঠিক সেইরূপ গতিতে তাঁহারা শত্রু-সৈন্যের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের কেহ আহত হইলেন, কেহ শহীদ হইলেন, আর কেহ শত্রু-সৈন্যের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টান সেনাপতিকে নিহত করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট ইসলামী সৈন্যদল দাঁড়াইয়া এই আক্রমণের দৃশ্য দর্শন করিতেছিল। কিন্তু যখন তাহারা ষাটজন মোসলেম বীরকে শত্রুসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে দেখিলেন তখন কোন কোন মোসলেম সৈনিক কর্ম্মচারী সেনাপতিকে পরামর্শ দিলেন যে, এখন আর সেই ষাট জনকে একাকী যুদ্ধ করিতে দেওয়া উচিত নহে, যুদ্ধে এখন তাঁহাদেরও যোগদান করা উচিত। ফলতঃ তাঁহারাও যোগদান করিয়া শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন এবং ফলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই বৃহৎ খৃষ্টান সৈন্য-দল বিক্ষীপ্ত হইয়া গেল।

এই ষাট জন বীরেরই এক সুবিখ্যাত ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ

আছে, যাহা পাঠ করিলে মোসলমানের শিরায় রক্ত বেগে প্রবাহিত হয় এবং হৃদয়ে 'গয়রত' ও ত্যাগ-স্পৃহা জাগ্রত হয়। ঘটনাটি এই—সেই ষাট জনের মধ্যে সাত জন অতি কঠোর ভাবে আহত হন। খৃষ্টান সৈন্যদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে জনৈক মোসলমান সেই আহত ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধান করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকেন। তখন তিনি এক আহতকে বেহুশ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন, পৌঁছিয়া দেখেন যে, সেই ব্যক্তি কঠোর পিপাসায় আপন ঠোঁট চুষিতেছেন। তখন তিনি নিজ কোষ হইতে জল বাহির করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। কিন্তু সেই বীর তাঁহার নিকটবর্ত্তী আর এক জন আহত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক পিপাসার্ত্ত বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে তাঁহাকে পান করাইয়া পরে আমাকে পান করিতে দিন।" তিনি সেই ব্যক্তির নিকট জল নিয়া গেলেন। সেই ব্যক্তিও তাঁহার নিকটবর্ত্তী আর এক জন আহত ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমা হইতে তিনি অধিক পিপাসার্ত্ত, প্রথম তাঁহাকে পান করাইয়া আসুন।" তিনি জল নিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গেলে তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ আর এক ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রথম তাঁহাকে পান করিতে দিন, তিনি আমা-পেক্ষা অধিক পিপাসার্ত্ত।" এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, যে-পর্য্যন্ত-না তিনি সপ্তম ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলেন। সপ্তম ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, তিনি দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তখন জল-বাহক অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রত্যেকেই দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।

একবার ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা কেমন অবস্থায় এই ত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দেহ ক্ষত-বিক্ষত, পিপাসায় ব্যাকুল, এমন কি ওষ্ঠাগত প্রাণ, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা এই ত্যাগের মহান আদর্শ দেখাইয়াছেন। দুনিয়ার ইতিহাস এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারিবে না। কোন সত্যিকারের মোসলমান যখন এই ঘটনা পাঠ করে তখন তাঁহার হৃদয়ে এই আগ্রহ ও আকাঙ্খা না জন্মিয়া পারে না যে, "হায়! আল্লাহ্‌তা'লা আমাকেও যদি ইসলামের খেদমতের জন্য এরূপ তৌফিক দিতেন!"

বস্তুতঃ খালেদ উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে যাঁহারা শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি খালেদের আত্ম-উৎসর্গ, তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য ও ত্যাগের স্পৃহা দেখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত থাকিতেন। যদিও তিনি পরে ইমান আনিয়াছিলেন তথাপি প্রধান প্রধান সাহাবাগণের (রাঃ) সন্তানগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদীপের চতুষ্পার্শ্বে পতঙ্গের ন্যায় সমবেত থাকিতেন। এমন কি, হজরত রসুল করীমের (সাঃ) ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন—যথা হজরত আব্বাছের পুত্র—ফজল—প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তদ্রূপ হজরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্রও থাকিতেন।

ফলতঃ তিনি পরে ইমান আনা সত্ত্বেও তাঁহার কোরবানী, আত্ম-ত্যাগ ও এখলাস দেখিয়া রসুল করীমের (সাঃ) বংশের লোকই বলুন, আর অন্য বংশের লোকই বলুন, সকলেই তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে থাকিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া কাজ করা ইসলামের সেবা মনে করিতেন।

খালেদের মৃত্যুকালে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তখন তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল এবং বোধ হইতেছিল যে, তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। তখন তিনি অত্যন্ত ছটফট করিতেছিলেন, কখন এ-পাশ কখন ও-পাশ ফিরিতেছিলেন। সেই বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, "খালেদ, তুমি ইসলামের এত খেদমত করিয়াছ যে, আমি তোমাকে জান্নাত ও ঐশী অনুগ্রহের সুসংবাদ দিতেছি। তুমি কেন চিন্তিত হইতেছ? তোমাকে তো দেহ-ত্যাগ মাত্রই খোদাতা'লা নিজ অনুগ্রহের চাদরে বেষ্টন করিয়া লইবেন।" খালেদ তখন বলিলেন, "একটু আমার নিকটে আইস এবং আমার গায়ের জামা উঠাও"। তিনি জামা উঠাইলে খালেদ বলিতে লাগিলেন, "দেখ তো আমার শরীরে এমন কোন জায়গা আছে কি না, যথায় তরবারীর আঘাত-চিহ্ন নাই?" তিনি চাহিয়া দেখিলেন, এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানও তরবারীর আঘাত-চিহ্ন ছাড়া নাই। পুনরায় খালেদ তাঁহাকে তাঁহার পায়-জামা উঠাইতে বলিলেন। পায়-জামা উঠাইয়া দেখিলেন, উরু-দেশ পর্য্যন্ত সমুদয় পা-ই ক্ষত-চিহ্নে ভরা। এই সকল ক্ষত-চিহ্ন দেখাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি নিজকে প্রত্যেক বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছি, কোন কোন সময় এরূপ সঙ্কটাপন্ন স্থান-সমূহে আমি নিজকে উপস্থিত করিয়াছি যে, আমি মনে করিতাম আজ নিশ্চয়ই আমার শাহাদাত (ধর্ম্মের জন্য মৃত্যু) লাভ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও আমি 'শাহাদাত' লাভের উদ্দেশ্যে প্রতি ক্ষেত্রে নিজকে

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি আজ আমি বিছানায় দেহ-ত্যাগ করিতেছি।"

ইঁহারাই ছিলেন সেই লোক যাঁহারা নিজেদের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিতেন, যাঁহারা অনুভব করিতেন যে, কোন সময় তাঁহারা হজরত রসুল করীমের (সাঃ) যে-বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। ইমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পাপ মার্জ্জনা করা হইয়াছিল, ইমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা খোদা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) 'কুরব' বা নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ইমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ের এই তাড়না যায় নাই যে, "কেন আমরা রসুল করীমের (সাঃ) প্রথম ডাকেই সাড়া দিলাম না?" খোদাতা'লা তো নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই নিজকে ক্ষমা করেন নাই; খোদা তো তাঁহাদের প্রাণের উপর 'রহম' করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই নিজ প্রাণের উপর 'রহম' করিলেন না। খোদা যখন তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "খোদা যদি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন তবে তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি আমাদের আরো অধিকতর ত্যাগ করা উচিত নহে?"

বস্তুতঃ খোদার 'এল্‌-হাম' (বাণী) তাঁহাদের সাপক্ষে থাকা সত্ত্বেও—যথা রসুল করীম (সাঃ) এল্‌হাম-মূলে খালেদকে "খোদার তরবারীসমূহের মধ্যে এক তরবারী" আখ্যা দিয়াছিলেন—তাঁহারা নিজেদের জন্য আরাম করা সঙ্গত মনে করেন নাই। খালেদ মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, খোদা যখন তাঁহাকে নিজ তরবারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তখন এই তরবারীর কখনো কোষে থাকা উচিত নহে, তরবারী তো যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই উত্তম শোভা পায়।

ফলতঃ তিনি অনবরতঃ শত্রুর সম্মুখীন হইতে থাকেন এবং এমন কোন যুদ্ধের সুযোগ আসে নাই যখন তিনি নিজ প্রাণ হাতে লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে লাফাইয়া না পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা আল্লাহ্‌তা'লার এই মহা-পুরস্কারের—অর্থাৎ তাঁহার নবীর উপর ইমান আনিবার সৌভাগ্যের—কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের পরাকাষ্ঠা ছিল।

মানব-চরিত্রের সৌন্দর্য্য এমন স্পষ্টভাবে তাঁহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে সেই সকল ধারণা দূরীভূত হয় যাহা শয়তানের এই কথায় কোন কোন লোকের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় যে, "আদম-সন্তান দুনিয়াতে রক্তপাত করিবে এবং ফাসাদ করিবে"। মানুষ কোরবাণী ও এখ্‌লাসের এই আদর্শ দেখিয়া অনিচ্ছায় বলিয়া উঠে "অভিশপ্ত ছিল শয়তান, মিথ্যাবাদী ছিল শয়তান; সত্যবাদী ছিলেন সেই খোদা যিনি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাঁহার বংশধরগণ হইতে এরূপ অমূল্য অস্তিত্ব সমূহের আবির্ভাব হইয়াছে!"

এই তো গেল সেই অনুপম মানবের আদর্শ যিনি যদিও প্রথমতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে তৌবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রসুল করীমের (সাঃ) সঙ্গে মিলিয়া ইসলামী যুদ্ধে যোগদান করিতে থাকেন—তাহাও সাধারণ লোকের ন্যায় নহে, বরং এরূপ অবস্থায় যে, রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে সম্মানের স্থানে বরিত করেন—এবং কেবল রসুল করীমই (সাঃ) নহেন, খোদাতা'লাও তাঁহাকে এক সম্মানের খেতাব দান করেন।

ইঁনি ছাড়া আরো লোক ছিলেন, যাঁহাদের মর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাঁহারা কৃতজ্ঞতার এরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তদ্দর্শনে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে এবং ইমান তাজা হয়।

মক্কার যে সকল বড় বড় লোক কাফেরদের লিডার ছিল তাহাদের 'আজমত' বা প্রভাব-প্রতিপত্তি এখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। আমরা মোসলমানগণ যেহেতু আমাদের ইতিহাসে কেবল হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ), হজরত ওসমান (রাঃ) এবং হজরত আলীর (রাঃ) কথাই পড়িয়া থাকি এবং তাঁহাদের নামই সর্ব্বদা শুনিয়া আসিতেছি, তাই সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, ইঁহারাই মক্কার বড় বড় লোক ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহারা মক্কার বড় বড় লোক ছিলেন না। ধীরে ধীরে ধর্ম্মের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোক নিজ ধর্ম্মের লোকদিগের সম্বন্ধে ধারণা করে যে, তাঁহারাই সকলের বড় ছিলেন। মোসলমানদের বেলায়ও তাহাই হইয়াছে। তাহারা নিজেদের গৌরব ও প্রতিপত্তি লাভের ফলে একথা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তখনকার মোসলমানগণ অন্যান্য জাতির তুলনায় অতি নগণ্য ছিলেন। যথা, আজ একথা উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন যে, রসুল করীম (সাঃ) নবুওতের পূর্ব্বে মক্কার এক নিঃসহায় যুবক ছিলেন। আজ বরং আমাদের প্রত্যেকেই এই ধারণা করে যে, রসুল করীম (সাঃ) হয়তো জন্ম হইতেই বাদশাহ ছিলেন।

তদ্রূপ আজ হজরত আবুবকরের (রাঃ) কোরবাণীর ফলে মোসলেম-হৃদয়ে তাঁহার প্রতি যে ইজ্জত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে তাহারা মনে করে যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) সম্ভবতঃ মক্কার সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক ছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ), হজরত আলী (রাঃ) এবং হজরত ওসমান (রাঃ) সম্বন্ধেও মোসলমানগণের এই-ই ধারণা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহারা মক্কার বড় বড় বংশের লোক হইলেও কৌমের নেতৃ-স্থানীয় লোক ছিলেন না, বরং নেতার নিকটবর্ত্তী মর্য্যাদাও তাঁহাদের ছিল না। আজ যখন আমরা পড়ি যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) অমুক বংশের লোক ছিলেন যাহা আরবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল, তখন আমরা ধারণা করি যে, হয়তো হজরত আবুবকরেরই (রাঃ) আরব দেশে এই সম্মানটুকু ছিল। তদ্রূপ আমরা যখন পড়ি যে, আরবদেশে হজরত ওমরের (রাঃ) বংশের খুব প্রতাপ ছিল, তখন আমরা মনে করি যে, এই প্রতাপ বুঝি হজরত ওমরেরই (রাঃ) ছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) বা হজরত ওমরের (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন ব্যক্তির এই সম্মান বা প্রতাপ ছিল। হজরত আবুবকর (রাঃ) বা হজরত ওমরের (রাঃ) এইরূপ প্রতাপ ছিল বলিয়া বুঝায় না।

মক্কার মূল নেতা অন্য লোক ছিল। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবু জাহেল (তাহার আসল নাম ছিল আবুল হাকাম), ওত্‌ফা, সাইফ, ওলীদ ইত্যাদি ছিল। ইহারাই মক্কার সর্দ্দার ছিল এবং ইহাদের কেহই মোসলমান ছিল না। মক্কবাসিগণ যখনই কোন কাজ করিত তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিত এবং তাহাদের প্রভাবও এরূপ ছিল যে, লোক তাহাদের সাম্‌নে কথা বলিতে ভয় করিত। মক্কাবাসিগণের উপর তাহাদের 'এহ্‌সান' বা উপকারও অনেক ছিল।

তাহাদের 'আজমত' বা প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিচয় এই একটি ঘটনা হইতে পাওয়া যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের সময় মক্কাবাসিগণ যে-ব্যক্তিকে রসুল করীমের (সাঃ) সঙ্গে সন্ধির কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছিল, সে কথা বলিতে বলিতে হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পবিত্র শ্মশ্রুতে হাত লাগায়। কোন সাধারণ লোককে বুঝাইবার সময় যেমন বলে, "নিজ পিতার সম্মানের দিক লক্ষ্য কর" তদ্রূপ রসুল করীমকেও (সাঃ) এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, "আমার সম্মানের দিক লক্ষ্য রাখ" এবং আনসারগণের দিক নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই সমস্ত বাজে লোকের উপর তুমি নির্ভর করিও না, বিপদের সময় এরা তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। পরিণামে তোমার নিজ বংশের লোকই তোমার কাজে আসিবে। অতএব তুমি এদের কথা শুনিও না এবং আমি যাহা বলি তাহাই কর, এবার 'ওমরা' (হজ্জ ব্রতের একটি অনুষ্ঠান) না করিয়াই চলিয়া যাও।"

এই কথা বুঝাইতে বুঝাইতে এবং এই কথার উপর জোর দেওয়ার এবং ইহা স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে সে হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পবিত্র শ্মশ্রুতে হাত লাগাইল। ইহাতে জনৈক সাহাবা (রাঃ) নিজ তরবারীর বাট দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া বলিল "তোর অপবিত্র হাত সরাইয়া নে, তোর কি স্পর্দ্ধা যে, তুই রসুল করীমের (সাঃ) মোবারক শ্মশ্রুতে হাত লাগাইবি"! সে তখন চোখ উঠাইয়া সেই সাহাবার (রাঃ) দিকে দেখিল। সাহাবা (রাঃ) যেহেতু বর্ম্ম-পরিহিত ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু ও গ্রীবাদেশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীর আবৃত ছিল তাই তাঁহাকে চিনিতে তাহার একটু বিলম্ব হইল। যাহাহউক, পরিণামে সে তাঁহাকে চিনিয়া বলিল, "তুমি কি অমুক ব্যক্তি নও?" সাহাবা উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি সেই ব্যক্তিই"। সে পুনরায় বলিল, "তুমি কি অবগত নও যে, অমুক বিপদের সময় তোমার পিতাকে আমি বাঁচাইয়া ছিলাম এবং অমুক বিপদের সময় তোমার আর এক আত্মীয়কে উদ্ধার করিয়াছিলাম? তোমার এতই স্পর্দ্ধা যে, তুমি আমার সাম্‌নে কথা বলিতেছ!" সেই সাহাবা সম্পূর্ণ চুপ হইয়া পিছে চলিয়া গেলেন। অতঃপর সে পুনরায় কথা বলিতে লাগিল এবং জুশে আসিয়া পুনরায় রসুল করীমের (সাঃ) মোবারক শ্মশ্রুর দিকে হাত বাড়াইল। সাহাবগণ (রাঃ) বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে এমন এক জনও ছিলেন না যাহার উপর তাহার কোন না কোন এহ্‌সান ছিল না। প্রত্যেকেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন। এক জনও এমন ছিলেন না যে তাহার দিকে হাত বাড়াইতে পারে। আরববাসীদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব খুব বেশী ছিল এবং ইসলাম সেই ভাবকে আরো বাড়াইয়া দিয়াছিল।

সুতরাং কৃতজ্ঞতার খাতিরে কোন সাহাবীই (রাঃ) তাঁহাকে বাধা দিবার সাহস করিল না। যাহাহউক, তখন একজন সাহাবী অগ্রসর হইয়া জোরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "খবরদার, তোমার অপবিত্র হাত রসুল করীমের (সাঃ) দিকে বাড়াইও না"। সে পুনরায় চোখ উঠাইয়া চাহিল এবং একটু চিন্তা করিয়া চক্ষু নীচু

করিয়া বলিল, "আবুবকর! তোমার উপর আমার কোন 'এহ্‌সান' নাই"।

বস্তুতঃ, একমাত্র হজরত আবুবকরই (রাঃ) ছিলেন যাঁহার উপর তাহার কোন এহ্‌সান ছিল না। অবশিষ্ট সকল সাহাবীগণের উপরই তাহার কোন না কোন এহ্‌সান ছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, সেই সর্দ্দারগণের কত প্রভাব-প্রতাপ ছিল।

বস্তুতঃ মক্কাবাসী সর্দ্দারগণের প্রতিপত্তিই অন্যরূপ ছিল। হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ) ইঁহারা যুবক ছিলেন। বিশেষতঃ হজরত আবুবকর (রাঃ) একজন বর্দ্ধনশীল ও উন্নতিশীল যুবক ছিলেন এবং তিনি বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং লোক মনে করিত যে, কোন দিন তিনি কৌমের সর্দ্দার হইবেন। কারণ তাঁহারও অনেক লোকের উপর 'এহ্‌সান' ছিল।

যাহা হউক, কৌমের সর্দ্দারগণের তুলনায় তাঁহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু তোমরা একবার চিন্তা করিয়া দেখ, মক্কা বিজয়ের পর এই সকল সর্দ্দারগণের অবস্থা কি হইয়াছিল। রাজ-ক্ষমতার পরিবর্ত্তন হইল; যাহারা পূর্ব্বে সর্দ্দার বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাদের সর্দ্দারী চলিয়া গেল এবং যাঁহাদিগকে অপদস্থ ও হেয় মনে করা হইত তাঁহারা তাহাদের শাসক এবং সর্দ্দার হইলেন। এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অন্তর্দ্ধানের পর হজরত আবুবকরের (রাঃ) রাজত্বকাল আসে; হজরত আবুবকরের (রাঃ) অন্তর্দ্ধানের পর হজরত ওমরের (রাঃ) রাজত্ব-কাল আসে।

একবার হজরত ওমর (রাঃ) হজ্জ করিবার জন্য মক্কা গমন করেন। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লোক সমবেত হইতে লাগিল। সমবেত লোকদের মধ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকগণ এবং কোরেশ-সর্দ্দারগণের পুত্রগণও ছিলেন। তাহারা একত্রে মিলিয়া হজরত ওমরের (রাঃ) সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কেননা তখন হজরত ওমরের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কোন বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার মতই ছিল। তখন সম্পূর্ণ রাজত্ব হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমরের (রাঃ) হাতে আসিয়াছিল। তাই তাঁহারা পরস্পরকে বলিলেন, "চল আমরা হজরত ওমরের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি"। ফলতঃ তাঁহারা একত্রিত হইয়া হজরত ওমরের (রাঃ) নিকট আসিলেন এবং তাঁহার নিকটে বসিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করেন এমন সময় জনৈক গরীব সাহাবী (রাঃ) আসিয়া উপস্থিত হন। হজরত ওমর (রাঃ) তখন সেই যুবকগণকে একটু সরিয়া বসিতে বলিলেন। তখন তাহারা পিছে সরিয়া যান এবং সেই সাহাবী (রাঃ) অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন! ইতিমধ্যে আর এক জন সাহাবী (রাঃ) আসিলেন এবং হজরত ওমর (রাঃ) পুনরায় সেই যুবকদিগকে আর একটু সরিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা তখন আরো সরিয়া পড়িলেন এবং তাহাদের স্থানে সেই সাহাবী বসিয়া পড়িলেন। তখন হজের সময় ছিল, তাই এক জন সাহাবীর পর আর এক জন সাহাবী আসিতে লাগিলেন এবং হজরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক সাহাবীর (রাঃ) আগমনের পরই সেই যুবকদিগকে একটু সরিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে পিছে সরিতে সরিতে তাঁহারা জুতা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছিলেন।

আগত সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে অনেকে সেই যুবকগণের পিতা-পিতামহের গোলাম ছিলেন এবং তাহারা তাঁহাদের উপর দিন-রাত বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াছিল। হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাদের অনেককে নিজ পকেট হইতে টাকা দিয়া আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু গোলাম আজাদ করিতে করিতে নিজ ব্যবসা ধ্বংস করিয়া দেন। আগত সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে কেহ কেহ সেই যুবকগণের পিতা-পিতামহের বাসন বাজিত, কেহ-বা বিছানা ঝাড়িত, কেহ-বা জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ আনিয়া দিত, কেহ-বা তাহাদের উটের ঘাস আনিয়া দিত। এই সাহাবাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও ছিলেন যাঁহাদের মাথায় তাহারা পাদুকাঘাত করিত, বা যাঁহাদের মাতাকে ইসলাম গ্রহণের কারণে লজ্জা-স্থানে বল্লমাঘাত করিয়া নিহত করিয়াছিল।

যাহা-হউক, এই গোলামগণই—যাঁহারা দুনিয়ার নিকৃষ্টতম জীব বলিয়া পরিগণিত হইতেন—যখন পর্য্যায়-ক্রমে গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের আগমনের পরই হজরত ওমর (রাঃ) সেই সম্ভ্রান্ত যুবকদিগকে বলিলেন, "একটু সরিয়া তাঁহাদিগকে জায়গা দাও" এবং ফলে তাহারা পিছন দিকে সরিতে সরিতে পাদুকার উপর যাইয়া বসিলেন।

মজলিস শেষ হইলে সেই যুবকগণ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আজ আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে

ইহা অপেক্ষা অধিকতর অসম্মান-জনক ব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না। যে-সহরে আমাদের পিতা-পিতামহ রাজত্ব করিতেন সেই সহরেই, আমাদের যাহারা গোলাম ছিল এবং যাহারা নিকৃষ্টতম জীব বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাগিকে আজ আমাদের সম্মুখে বসান হইল এবং আমাদিগকে পিছনে সরান হইল, যে-পর্য্যন্ত-না আমাদিগকে পাদুকার উপর বসিতে হইল। ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জন, যে অধিক সম্ভ্রান্ত ছিলেন, বলিলেন, "এই অপমানের জন্য দায়ী কে?" তাঁহার এই প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমরা এবং আমাদের পিতা-পিতামহ যখন খোদাতা'লার রসুলের অস্বীকার করিয়া ছিলাম তখন এই সকল লোক ইমান আনিয়াছিলেন। তাঁহারা যেহেতু আমাদের পূর্ব্বে ইমান আনিয়াছিলেন, তাই আমাদের উপর তাঁহাদের 'ফজিলত' বা শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয়ই আছে। আমাদেরই দোষ যে, আমরা যথা-সময়ে ইমান আনি নাই।"

তখন তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অপমানের প্রতিকারের কোন উপায় হইতে পারে কি, বা এই পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি?" তখন অনেকে অনেক প্রস্তাব করেন। কেহ বলিলেন, "আমাদের সম্পত্তি ইসলামের পথে দিয়া দিতে হইবে", কেহ বলিলেন, "আমাদের যা' টাকা আছে সব কোরবান করিয়া দিতে হইবে"। কিন্তু কোন প্রস্তাবই সন্তোষজনক হইল না। অবশেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হজরত ওমরের (রাঃ) নিকটই যাইয়া জিজ্ঞাসা করা হউক, এই অপমানের কোন প্রতিকার আছে কি-না। হজরত ওমর (রাঃ) যেহেতু সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত বংশ সমূহের মান-মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতেন, তাই তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে কোন সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ দিবেন।

সুতরাং তাঁহারা অনুমতি লইয়া হজরত ওমরের (রাঃ) নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমরা একটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।" হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "আচ্ছা বল"। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আজ আমরা আপনার মজলিসে আসিয়া আপনার নিকটে বসিয়াছিলাম। তখন আরো কতিপয় লোকের আগমনের ফলে আপনি আমাদিগকে পিছে সরাইতে লাগিলেন, যে-পর্য্যন্ত-না আমরা জুতার উপর যাইয়া বসিতে বাধ্য হইলাম।" তখন হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "তোমরা আমার অসুবিধা উপলব্ধি করিতে পার। ইঁহারা রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে বসান আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল"। তখন তাহারা বলিলেন "আমরা এ বিষয় খুব উপলব্ধি করি এবং আমরা অবগত আছি যে, আমাদের পিতা-পিতামহ রসুল করীমের (সাঃ) এন্‌কার (অস্বীকার) করিয়া নিজেদের জন্য এক মহা অপমান ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু এখন আমরা এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না যাহাতে এই অপমানের চিহ্ন আমাদের কপাল হইতে বিলীন করা যায়। তাই আমরা আপনার নিকট পরামর্শ নিতে আসিয়াছি, এই কলঙ্ক দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না।"

হজরত ওমর (রাঃ) যে বংশের ছিলেন সেই বংশের কাজ ছিল আরবের বংশ-সমূহের ইতিবৃত্তি স্মরণ রাখা এবং কোন্ বংশে কে বড় লোক হইয়াছে তাহা বলিয়া দেওয়া। সুতরাং এই যুবকগণের বংশ মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবগত ছিলেন। তাঁহাদের পিতা-প্রপিতামহের কত মান-মর্য্যাদা ছিল, এবং কত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাহা সবই তিনি অবগত ছিলেন এবং এখন তাঁহাদের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা এক একটি করিয়া হজরত ওমরের (রাঃ) চক্ষের সাম্‌নে আসিতে লাগিল এবং মনে মনে তাহা চিত্রিত করায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা এই কলঙ্ক অপনয়নের উপায় জিজ্ঞাসা কর?" এই বলিয়া তিনি গদগদ ভাব হইয়া আর অধিক কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন তিনি হাত দ্বারা উত্তর দিকে—অর্থাৎ, পেলেষ্টাইনের দিকে—যথায় তৎকালে যুদ্ধ হইতেছিল—নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইহার উপায় এই দিকে"। অর্থাৎ তিনি যেন বলিলেন যে, এই কলঙ্ক অপনয়নের এক মাত্র উপায় জেহাদে যোগদান করিয়া নিজ প্রাণ দিয়া দেওয়া, এতদ্ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। এই সকল যুবকও অন্তরের সহিতই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের হৃদয়েও ইমান ছিল; তাঁহাদের হৃদয়ও খোদার প্রেমে পূর্ণ ছিল। হজরত ওমরের (রাঃ) নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্র তাঁহারা উষ্ট্রারোহণ করিয়া উত্তর দিকে ধাবিত হইলেন। ইতিহাস বলে, তাঁহাদের কেহই আর প্রাণ নিয়া

ফিরিয়া আসেন নাই। সকলেই ইসলামের জন্য জেহাদ করিয়া শহিদ হইয়াছিলেন।

এই সকল যুবক সেই মোখালেফদেরই (বিরুদ্ধবাদীদেরই) সন্তান ছিলেন যাহারা প্রথম হইতে হজরত রসুল করীমের (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের এখলাস ও কোরবানী এরূপ ছিল যে, তাঁহারা ইসারা পাওয়া মাত্র পেলেষ্টাইনের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং এক জনও জীবিত ফিরিয়া আসিলেন না। ইঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া আমি নিজ জমাতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি:—

"তোমাদে এখলাস, তোমাদের কোরবানী, তোমাদের প্রেম এবং তোমাদের আত্ম-ত্যাগের পরিচয়ও ইহাই হইতে পারিত যে, তোমরা আহমদীয়তের জন্য সাহাবীদের (রাঃ) ন্যায় কোরবানীর নমুনা দেখাইতে। তোমরা কি বলিতে পার যে, কার্য্যতঃ তোমরা এরূপ কোরবানীই করিতেছ? তোমাদের মধ্যে কি এরূপ সাধু-চিত্ত লোক নাই, যিনি আল্লাহ্‌তা'লার এই মহা 'এহ্‌সান' বা অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ যে,—তিনি তোমাদিগকে তাঁহার মসিহকে গ্রহণ করিবার তৌফিক দিয়াছেন—নিজ ধন ও প্রাণ তাঁহার পথে উৎসর্গ করিয়া দেও? তোমাদের চিত্তে কি এই আকাঙ্ক্ষা নাই যে, তোমরাও এরূপ কোরবানী কর, যাহার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তোমাদের আদর্শ দেখিয়া তোমাদের উপর 'দরুদ' (আশীষ) বর্ষন করে এবং স্বর্গের ফেরেস্তাগণও তোমাদের কোরবানী ও আত্ম-ত্যাগের প্রশংসা করে? তোমাদের সাম্‌নে অতি ছোট ছোট কোরবানী উপস্থিত করা হইয়াছে; কিন্তু অল্পকাল মধ্যই তোমরা তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতেছ। তোমাদের অবস্থা সেই আফিংখোরের মত যাহাকে বারবার জাগ্রত করিতে হয় এবং বারবারই সে শুইয়া পড়ে।

আমি তাহ্‌রিক-জদ্দীদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। আমার মনে হয় ইসলামের জন্য সহানুভূতিশীল কোন ব্যক্তিই এরূপ হইতে পারে না যাহার সম্মুখে এই তাহরিক পেশ করা যায় যে, কিছু চাঁদা দিয়া এরূপ এক স্থায়ী ফাণ্ড প্রস্তুত কর যাহা চিরকাল ইসলামের তবলীগের কাজে আসিবে, এবং সে এই তাহ্‌রিক শুনিয়াও ইহাতে যোগদান করিবে না। বরং আমি মনে করি যে, কোন মরণোন্মুখ ইমানশীল ব্যক্তির কর্ণেও যদি এই তাহ্‌রিক পৌঁছে তবে তাঁহার ধমনীতেও শোণিত-প্রবাহ বেগে ধাবিত হইবে এবং তিনি মনে করিবেন যে, খোদা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ এক তাহ্‌রিক প্রবর্ত্তিত করাইয়া এবং তাঁহাকে ইহাতে যোগদানের তৌফিক দিয়া তাঁহার জন্য 'নাজাত' অবশ্যম্ভাবী করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু তোমাদের কয়জন এই তাহ্‌রিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ? তোমাদের কয়জন অধ্যবসায়ের সহিত ইহাতে যোগদান করিয়াছ? লক্ষ লক্ষ লোকের জমাতে পাঁচ হাজার সংখ্যাও তো এখনো পূর্ণ হয় নাই! আমি আল্‌ফজলে পাঁচ বৎসরের চাঁদা রীতিমত আদায়কারীদিগের লিষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তাঁহাদের সংখ্যা তিন চারি শতের বেশী হইবে না। এ বৎসর তো এই তাহ্‌রিকের পঞ্চম বর্ষ মাত্র। আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন, যোগদানকারীদিগের মধ্যে শেষ বৎসর পর্য্যন্ত কে থাকে, কে না থাকে।

এ যুগের লোকেরা চায় যে, ঘরে আরামে বসিয়া থাকে এবং সেই পুরস্কার সমূহও লাভ করে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের জমাত লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই পুরস্কার সমূহ তো দূরের কথা, ইমানও লাভ হইতে পারে না, যে-পর্য্যন্ত-না সেই সমুদয় কোরবানীতে যোগদান করা হয় যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের জমাত করিয়াছিলেন।

ইমান এক মৃত্যু বিশেষ। যে-পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত না হইবে সে-পর্য্যন্ত সে কখনো চিরস্থায়ী জীবন লাভ করিতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে নিজ দরবারে গ্রহণ করেন যাঁহারা সর্ব্বদা মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা কোরান করীমে ইহুদীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহারা সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিজ নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হন, এই ভয় এবং ত্রাসে যে, তাঁহারা মরিয়া যাইবেন। আজ ইসলামের কি এই অবস্থা নয়? ইসলাম কি মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী নয়। তোমরা কি কখনো ভাবিয়া দেখ নাই যে, তোমরা কাহাদের বংশধর? তোমরা কি সেই লোকদের বংশধর নও যাঁহারা ইউরোপ হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন? তোমরা সেই সকল লোকদের বংশধর যাঁহাদের অধীন এক সময় এই সমস্ত ইউরোপীয় জাতি সমূহ ছিল যাহারা আজ তোমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে।

এই যে ইটালী আজ বড় গলায় কথা বলিতেছি ইহার অনেকাংশ তোমাদের পিতা-প্রপিতামহের অধীন ছিল। এই যে

জার্ম্মান আজ চারি দিকে যশস্বী হইয়াছে, ইহারা অনেকাংশে তোমাদের পিতা-প্রপিতামহের রাজত্ব ছিল। এই যে স্পেন আজ উন্নতি করিতেছি ইহাও তোমাদের পিতা প্রপিতামহের অধীন ছিল। এইরূপ আমেরিকার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সম্পূর্ণ আফ্রিকা এবং এশিয়ারও প্রায় সম্পূর্ণ তাঁহাদের অধীন ছিল। তোমাদের অনেকে যাহারা আজ এখানে বসিয়া আছ হয় তো প্রত্যক্ষ ভাবে সেই বাদশাহগণের বংশধর। কিন্তু আজ তোমাদের কি দশা? কেবল তোমাদেরই নয়, সমস্ত ইসলাম জগতের কি দশা? আজ মোসলমানদের কোথাও ইজ্জত নাই এবং ইসলামের নাম শুনিয়াও ভয় করিবার কেহ নাই। যে সকল ছোট ছোট জাতির নিকট কোন রাজত্ব নাই তাহাদেরও আজ আওয়াজ শোনা যায়, ইসলাম এবং মোসলমানদের আওয়াজ আজ কোথাও শোনা যায় না।

গান্ধির আওয়াজও আজ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে, অথচ গান্ধি এমন এক জাতির সহিত সম্পর্কিত যাহারা সহস্র বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু আজ মোসলমান বাদশাহদের আওয়াজেরও কোন কদর নাই। কেননা, লোক মনে করে যে, মোসলমানগণ এক পতনোন্মুখ প্রাসাদের ন্যায়, আর গান্ধি এক পর্ণ-কুটির সদৃশ হইলেও নব-প্রস্তুত, কাজেই তাহা হইতে আশা করা যায় যে, আরো দশ বিশ পর্য্যন্ত তাহা তাহাদের কাজে আসিবে। কিন্তু মোসলমানদের রাজ্যসমূহ এক পতনোন্মুখ প্রাসাদের ন্যায় যাহা আজ আছে তো কাল নাই, কাল আছে তো পরশ্ব নাই।

অতএব ইহুদীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা যে—حذر الموت—শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তদপেক্ষা ভীষণতর মৃত্যু-ভয় মোসলমানদের সঙ্গে লাগিয়া আছে এবং তোমাদের সঙ্গেও লাগিয়া আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, "যদি জীবন লাভ করিতে চাও তবে—موتو—অর্থাৎ মরিয়া যাও। মৃত জাতির জীবন লাভের একমাত্র উপায় আমার জন্য মৃত্যু বরণ করা। তোমাদের প্রথম মৃত্যু আমার জন্য ছিল না, নিজ নফ্‌স বা প্রবৃত্তির জন্য ছিল, নিজ অলসতা ও শিথিলতার জন্য ছিল; তাই সেই মৃত্যু চিরস্থায়ী ছিল। এখন তোমরা অপর প্রকার মৃত্যুরও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর। নিজ নফ্‌সের জন্য না মরিয়া, শয়তানের জন্য না মরিয়া বরং আমার জন্য মরিয়া দেখ, আমি তোমাদিগকে জীবন দান করি কি না।"

কেমন সুন্দর বর্ণনা আল্লাহ্‌তা'লা এখানে করিয়াছেন! নবী সর্ব্বদাই এরূপ কৌমে আসেন যাহাদের সম্বন্ধে জগত এই সিদ্ধান্ত করে যে, তাহারা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। যে মরণোন্মুখ তাহার প্রাণের মূল্যই বা কি? যাহা স্থায়ী হয় তাহারই মূল্য হয়। যাহা ধ্বংসই হইয়া যাইবে তাহার কোন মূল্য হইতে পারে না।

বিষয়টি এরূপ সুন্দর করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রাণ নাচিয়া উঠে। বিষয়টিকে কত উচ্চে উঠান হইয়াছে তাহা ভাবিলে চমকৃত হইতে হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা এই বলেন যে, তিনি সর্ব্বদাই এরূপ কৌমেই নবী প্রেরণ করেন, যাহাদের সম্বন্ধে জগতের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহারা আজও মৃত, কালও মৃত। যেমন, আজকাল মোসলমানদের অবস্থা। তাহাদের সম্বন্ধে জগতের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহারা এক মৃত জাতি।

মোটকথা, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "তোমরা মরিয়া গিয়াছিলে এবং আজ তোমাদের মৃত্যু এত সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকেই তোমাদিগকে দেখিয়া বলে, তোমরা আর পুনর্জীবিত হইতে পারিবে না। এই মৃত্যু তোমরা নিজ নফ্‌সের খাতিরে বরণ করিয়াছিলে, এই মৃত্যু তোমরা নিজেদের সুখ ও আরামের জন বরণ করিয়াছিলে; এই মৃত্যু তোমরা নিজেদের সম্মানের জন্য বরণ করিয়াছিলে; এই মৃত্যু তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য বরণ করিয়াছিলে। তাই তোমরা আরাম, সম্মান বা উন্নতি লাভের পরিবর্ত্তে মৃত্যুরই নিকটবর্ত্তী হইয়াছ। না, না, তোমরা বরং একেবারে মরিয়াই গিয়াছ এবং দুনিয়া এক বাক্যে বলিতেছে যে, তোমাদের মধ্যে প্রাণ মোটেই নাই। এখন বল, তোমাদের সম্মান এবং তোমাদের ধনের মূল্য কি? নিশ্চয়ই কিছুই না। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "যে শরীর, যে সম্মান ও যে ধনে ধ্বংস আসিয়াছে সেই হেয়, তুচ্ছ ও বৃথা বস্তুকেই একবার আমার জন্য কোরবান করিয়া দেখ, এই মৃত্যুর পর কি লাভ হয়"।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, —فقال لهم الله موتوا— "খোদা তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মরিয়া যাও এবং আমার জন্য মৃত্যু বরণ কর"—অতঃপর বলেন—ثم احياهم— "তাহারা যখন আমার জন্য মৃত্যু বরণ করিল তখন আমি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলাম"। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের নফসের জন্য—নিজেদের আরাম, সম্মান ও উন্নতির জন্য—যে মৃত্যু বরণ করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই তাহাদের জন্য মৃত্যুতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে খোদার জন্য তাহারা যে মৃত্যু

বরণ করিয়াছিল তাহা তাহাদের জীবন লাভের উপকরণ হইল। ফলতঃ ফেরাউনের গৃহের দাসগণ সিরিয়া ও পেলেষ্টাইনের বাদশাহ হইলেন—বাবেল ও পারস্যের উপরও তাঁহারা রাজত্ব করিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই দাউদের ন্যায় মহা প্রতাপশালী বাদশাহ সৃষ্টি হন, যাঁহার জাহাজ এশিয়া, পারস্য ও ইউরোপ পর্য্যন্ত যাইত এবং যাঁহার নিকট দুনিয়ার সমস্ত ধন জমা ছিল। এই সব কেমন করিয়া হইল? এই জন্যই হইল যে, তাহাদের উপর যখন মৃত্যু আসিতেছিল তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আস, আমি তোমাদিগকে আমার 'মোজেজা' (অলৌকিক নিদর্শন) দেখাইতেছি।" দুনিয়াতে কোন মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করা তো খোদাতা'লার 'সুন্নত' বা চিরন্তন নীতির বিরোধী। তাই তিনি তাঁহার এই 'মোজেজা' দেখাইবার জন্য যে, তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করিবার শক্তি রাখেন, দুনিয়াতে মৃত কৌম-সমূহকে জীবন দান করেন।

কোন জাতি যখন মৃত্যু-মুখে পতিত হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লা সেই জাতিকে জগতের সামনে পেশ করিয়া বলেন, "তোমরা একথায় বিশ্বাস কর না যে, আমি মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। তাই, আস, এই কৌমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ, আমি ইহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারি কি না।" অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা সেই মৃত কৌমকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমরা এখন আমার জন্য মৃত্যু বরণ কর এবং আমার খাতিরে তোমাদের ধন-প্রাণ বিলাইয়া দাও এবং দেখ আমি তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করি কি না"। ফলতঃ যখন কোন কৌম আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করে তখন আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন।

অতএব হে বন্ধুগণ! তোমরা যে-জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট সেই জাতির পূর্ব্বকার শান্-শৌকত বা গৌরব ও প্রতাপের তুলনায় তোমরা বর্ত্তমানে দুনিয়াতে নিকৃষ্টতম ও অপদস্থ জাতি। তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কলঙ্ক, বংশের সম্মান নষ্টকারী বাপ-দাদার সুনাম নষ্টকারী। খোদাতা'লা তোমাদের এই মৃত্যু দেখিয়া হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) তোমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আজ তোমাদের নিকট এই চাহিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহর জন্য কোরবাণী করিয়া নিজেদের উপর এক মৃত্যু আনয়ন কর এবং ফলে তিনি তোমাদিগকে মহা গৌরব ও প্রতিপত্তি দান করিবেন।

তোমরা যে কোরবাণী করিতেছ তাহা কত নগণ্য, কিন্তু এই নগণ্য কোরবাণীর ফলেই আজও সমস্ত দুনিয়ায় তোমাদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেখানে যাও সেখানেই শুনিবে যে, এই জমাতের বড়ই শক্তি। তোমাদের বেতন চার চার মাস যাবৎ পাইতেছ না। কিন্তু যদি তোমরা আমার নিকট আগত চিঠিপত্র দেখ তবে প্রত্যেক মাসেই এরূপ একটি দুইটি চিঠি দেখিতে পাইবে যাহাতে লেখা আছে, "আমরা মোসলমান হইতে চাই, কিন্তু আমাদের পথে অনেক কণ্টক রহিয়াছে; আমাদের উপর এত টাকা ঋণ আছে এবং আমাদের এতগুলি টাকার একান্ত আবশ্যক। যদি আপনি এই টাকা গুলির যোগাড় করিয়া দিতে পারেন তবে আমরা মোসলমান হইতে প্রস্তুত আছি।" অর্থাৎ লোক যেন একথা বিশ্বাসই করিতে পারে না যে, আমাদের নিকট টাকা নাই। লোক এই মনে করে যে, আমাদের নিকট বহু টাকা আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তালা সমস্ত জগতের উপর আমাদের 'রৌব' বা প্রতিপত্তি কায়েম করিয়াছেন। আমরা নিজেরা অনেক সময় ভুল করিয়া এই প্রতিপত্তি নষ্টও করিয়া দেই, কিন্তু খোদাতা'লা সর্ব্বদাই এই প্রতিপত্তি কায়েম করিয়া আসিতেছেন এবং দুনিয়ার কেনারা পর্য্যন্ত আহমদীয়তের সুযশ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ভারতের অনেক বড় বড় কৌমকে ভারতের বাহিরের লোকগণ জানে না, কিন্তু তোমাদিগকে নিশ্চয়ই জানে এবং ধীরে ধীরে দুনিয়ার ইতিহাসে এবং সাহিত্যেও তোমাদের কথা উল্লেখ হইতেছে। বস্তুতঃ বিদেশে আমাদের জমাত সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লেখা হইয়াছে। জার্ম্মানেও লেখা হইয়াছে, ফ্রান্সেও লেখা হইয়াছে এবং ইটালীতেও লেখা হইয়াছে। কোন কোন পুস্তক কেবল আমাদের জমাত সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে, আর কোন কোন পুস্তকে অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে আহমদীয়তের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে কতটুকু তাহা আমরা জানি। সার কথা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে এক সঞ্জীবনী কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদের জমাত যতই কোরবানী করিতেছে, আল্লাহ্‌তা'লা ততই আমাদের জমাতকে জীবন দান করিতেছেন।

সুতরাং আমাদের জমাত যদি পূর্ণ মৃত্যুবরণ করে তবে পূর্ণ জীবনও লাভ হইবে। কোন কোন ব্যক্তি হয় তো পার্থিব জীবনে কোরবানীর পুরস্কার না-ও পাইতে পারেন। কিন্তু লোক কি নিজ সন্তানের জন্য কোরবানী করে না? আমরা যদি নিজ জীবনে এই বিজয় না-ও দেখি, কিন্তু আমাদের

সন্তানগণ যদি ইহা দেখে, তবে কি ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের বিষয় হইবে? মানুষ সন্তানকে লেখাপড়া শিখায়, কিন্তু সন্তানের শিক্ষা-লাভ এবং তৎপর চাকুরী-লাভ পর্য্যন্ত সে জীবিত থাকিবে কি-না তাহা মানুষ বলিতে পারে না। মানুষ কোরবানী করিয়া যায় এবং মনে করে যে, সন্তান যদি কোন কিছু লাভ করে তবে তাহা তাহাদেরই লাভ হইবে।

অতএব একথা মনে করিতে নাই যে, সব কিছু আমরাই লাভ করিব। এসম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। কথিত আছে যে, এক বাদশাহ্‌ একস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি সত্তর আশি বৎসরের এক বৃদ্ধকে এরূপ এক বৃক্ষ রোপণ করিতে দেখিলেন যাহার ফল পনর বিশ বৎসর পরে লাগে। তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিয়া, এই গাছ তুমি কেন রোপণ করিতেছ? তুমি তো ইহার ফল খাইতে পারিবে না। গাছে ফল ধরিবার পূর্ব্বেই তো তুমি মরিয়া যাইবে।" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "হুজুর, আপনার মত বিজ্ঞ লোক যদি এরূপ কথা বলেন তবে বড়ই বিস্ময়ের কথা! আমাদের বাপ-দাদাও যদি এই ধারণা করিয়া বৃক্ষ-রোপণ হইতে বরিত থাকিতেন তবে আজ আমরা কেমন করিয়া এই বৃক্ষের ফল খাইতাম? তাঁহারা বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন এবং আমরা ফল খাইতেছি। আজ আমরা রোপণ করিব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহার ফল খাইবে।"

বাদশাহ এই কথাটি অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং আনন্দে অনিচ্ছায় তাঁহার মুখ হইতে 'জেহ্‌' শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। বাদশাহ্‌র এই আদেশ ছিল যে, তিনি যদি কাহারো কথায় খুশী হইয়া 'জেহ্‌' শব্দ বলিয়া ফেলেন তখন সেই ব্যক্তিকে তিন হাজার 'দেরাম' (মুদ্রা) পুরস্কার দিতে হইবে। ফলতঃ বাদশাহ্‌র মুখ হইতে 'জেহ্‌' শব্দ বাহির হওয়া মাত্রই খাজাঞ্চি তিন হাজার 'দেরাম' বৃদ্ধের সাম্‌নে উপস্থিত করিল। বৃদ্ধ তাঁহা দেখিয়া ইষৎ হাসিয়া বলিল, "হুজুর! আপনি তো বলিয়াছেন যে, আমার পক্ষে বৃক্ষ রোপণ করা বেকুফী, কারণ আমি এই বৃক্ষের ফল কিছুতেই খাইতে পারিব না, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন, মানুষ তো গাছ লাগাইয়া কয়েক বৎসর পর ফল খায়, কিন্তু আমি তো এই গাছ লাগাইতে লাগাইতেই ইহার ফল খাইয়া ফেলিলাম।" আবার একথাটী বাদ্‌শাহ্‌র পছন্দ হইল এবং তাঁহার মুখ হইতে আবার 'জেহ্‌' শব্দ নির্গত হইল এবং খাজাঞ্চি তৎক্ষণাৎ আরো তিন হাজার টাকার থলিয়া বৃদ্ধের সামনে পেশ করিল। বৃদ্ধ তখন দ্বিতীয় থলিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া বলিল, "হুজুর! লোক গাছ লাগাইয়া বছরে একবার মাত্র ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু আমি তো এক মিনিটেই এই গাছের দুইবার ফল ভোগ করিলাম"। বাদশাহ্‌ পুনরায় বলিয়া ফেলিলেন, 'জেহ্‌' এবং খাজাঞ্চি পুনরায় তাহার সামনে তৃতীয় থলিয়া পেশ করিল। বাদশাহ ইহা দেখিয়া হাসিয়া নিজ সঙ্গিগণকে বলিলেন, "এখান হইতে শীঘ্র চল, নতুবা এই বৃদ্ধ আমাদের সব লুটিয়া নিবে"।

ইহা একটি গল্প বটে, কিন্তু ইহাতে এই সত্য বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই ব্যক্তি বড়ই নীচ এবং ঘৃণ্য, যে মনে করে যে, তাহার সেবার প্রতিফল যদি সে নিজে না পাইল তবে কিছুই পাওয়া হইল না। প্রথম কথা তো এই যে, মোমেনের দৃষ্টি সর্ব্বদাই খোদাতা'লার দিকে থাকে, দুনিয়ার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকেই না। যদিও বা থাকে তবে তাঁহার মনে করা উচিত যে, তাঁহার কৌম কোন পুরস্কার পাইলেই তিনিই পাইলেন।

অতএব আমি জমাতের সকল বন্ধুগণের মনোযোগ এ-বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন তাহ্‌রিক-জদীদের প্রত্যেক প্রকারের কোরবানীতেই যোগদান করেন এবং এ সম্বন্ধে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করেন এবং ইহাকে এক মৃত্যুবরণের আহ্বান মনে করেন। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছে যাহারা বলে, "আমরা সিনেমা দেখিতে না পারিয়া মারা গেলাম; আমরা সর্ব্বদা এক তরকারী খাইতে খাইতে মারা গেলাম; আমরা সর্ব্বদা সরল জীবন যাপন করিতে করিতে মারা গেলাম; আমরা রাতদিন চাঁদা দিতে দিতে মারা গেলাম।" আমি বলি, এখনো তো তোমরা বাঁচিয়া আছ, আমি তো তোমাদের নিকট এক সত্যিকারের মৃত্যু চাই, কারণ খোদাতা'লা বলেন, "তোমরা মরিলে পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিব"।

অতএব আমি তোমাদের নিকট মৃত্যুই চাহিতেছি এবং খোদা এবং তাঁহার রসুলও তোমাদের নিকট এই মৃত্যুই চাহিতেছেন।

স্মরণ রাখিও, মৃত্যুর পর তোমাদিগকে খোদাতা'লা পুর্ণর্জীবিত করিবেন।

অতএব তোমরা আমাকে একথা বলিয়া ভয় দেখাইও না যে, এই মোতালেবাগুলি পালন করা এক মৃত্যু বটে। আমি বলি, এই মৃত্যু কি, ইহাপেক্ষা বড় মৃত্যু তোমাদের বরণ করা উচিত, যেন আল্লাহতা'লার তরফ হইতে পুনর্জীবন লাভ করিতে পার। সুতরাং ইহা যদি মৃত্যু হইয়া থাকে তবে আনন্দের মৃত্যু, ইহা যদি মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহের মৃত্যু। বড়ই সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর এইদ্বার দ্বারা প্রবেশ করেন, কারণ খোদাতা'লা তাঁহাকে চিরজীবন দান করিবেন।

আবার যুদ্ধ বাঁধিল

আবার হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে চলিল

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ-মাউদকে (আঃ) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا - اپنی قدرت
نمائی سے تجھ کو اُٹھاؤنگا - دنیا میں ایک نذیر
آیا پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے
قبول کریگا اور بڑے زورآور حملوں سے اسکی
سچائی ظاہر کر دیگا *

—অর্থাৎ, "আমি আমার মহা-লীলা প্রদর্শন করিব এবং স্বীয় মহা-শক্তি প্রদর্শন দ্বারা তোমাকে উত্থিত করিব। দুনিয়াতে এক সতর্ককারী আসিয়াছেন; দুনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং অতি প্রচণ্ড আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবেন।"

আল্লাহতা'লার এই বাণী অনুযায়ী হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বহু বার জগৎকে ভাবী আজাব-সমূহ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাই জগৎ আজাবের পর আজাবের লীলাভূমি হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"স্মরণ রাখিও, খোদাতা'লা আমাকে অনবরতঃ ভূমিকম্প * সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। নিশ্চয় জানিও, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প হইয়াছে তেমনি ইউরোপেও হইয়াছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানেও হইবে। ইহাদের কোন কোনটি প্রলয় স্বরূপ হইবে এবং **এত মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে, রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। পশু-পক্ষীও এই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে না** এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কঠোর ধ্বংস সাধিত হইবে যে, মানবের সৃষ্টি-কাল হইতে এরূপ ধ্বংস কখনো সাধিত হওয়ার প্রমাণ মিলিবে না। অধিকাংশ স্থান ওলট-পালট হইয়া যাইবে, যেন তাহাতে কখনো লোকাবাস ছিলই না।

"ইহার (ভূমিকম্পের) সহিত আরো আপদ ভূতলে ও আকাশে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে। যে-পর্য্যন্ত-না প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাহা অসাধারণ বলিয়া বোধ হইবে; বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রের কোন পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে না। **মানুষের মধ্যে এক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইবে যে, কি হইতে চলিয়াছে** এবং অনেকে নাজাত পাইবে এবং অনেকে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সেই দিবস নিকটবর্ত্তী, বরং দ্বারস্থ, যে জগৎ এক প্রলয়-দৃশ্য দেখিবে এবং কেবল ভূমি-কম্পই নয়, বরং আরো ভয়ঙ্কর আপদ সমূহ দেখা দিবে—কিছু আকাশ হইতে, আর কিছু ভূপৃষ্ঠ হইতে। এই সমুদয় এই জন্য হইবে যে, মানুষ আপন স্রষ্টার উপাসনা ছাড়িয়া সমস্ত মন, সমস্ত সাহস ও সমস্ত চিন্তা নিয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। আমি না আসিলে এই সকল বিপদাপদ আসিতে একটু বিলম্ব হইত। কিন্তু আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খোদার 'গজব' বা কোপ প্রদর্শনের

---

* ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা করিয়া স্বয়ং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা অন্য কোন প্রলয়ঙ্কর ঘটনাও বুঝাইতে পারে (বারাহীন-আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, ১২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সেই অপ্রকাশিত ইচ্ছা যাহা অনেক দিন যাবৎ গোপন ছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। যেমন খোদা বলিয়াছেন—

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا —

—অর্থাৎ, "রসুল আবির্ভূত না করিয়া আমি কখনো আজাব অবতীর্ণ করি না।"

"যাহারা তৌবা (পাপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন) করিবে তাহারা রক্ষা পাইবে, যাহারা বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই ভীত হয় তাহাদের প্রতি দয়া করা হইবে। তোমরা কি মনে কর, এই সকল ভূমিকম্প হইতে তোমরা নিরাপদ রহিবে, বা তোমরা নিজেদের তদ্‌বির দ্বারা নিজদিগকে বাঁচাইতে পারিবে? কখনো না। মানুষের কাজের সে-দিন অবসান হইবে।

"মনে করিও না যে, আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে ভূমিকম্প আসিয়াছে এবং তোমাদের দেশ তাহা হইতে নিরাপদ। আমি তো দেখিতেছি যে তাহাদের চেয়েও হয়তো অধিকতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে। **হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ; হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ; হে দ্বীপ-বাসিগণ! কোন নিজের-বানান খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।**

"আমি সহরগুলিকে পতিত হইতে দেখিতেছি এবং লোকবাস-গুলিকে জনহীন পাইতেছি। সেই একক অদ্বিতীয় খোদা এক দীর্ঘ কাল যাবৎ চুপ রহিয়াছেন; তাঁহার চক্ষের সাম্‌নে ঘৃণ্য কার্য্য সমূহ করা হইয়াছে, তিনি চুপ রহিয়াছেন। কিন্তু **এখন তিনি ভীষণ রূপে নিজের চেহারা প্রদর্শন করিবেন।** যাহার শুনিবার কাণ আছে শুনিয়া রাখুক যে, সেই সময় দূরবর্ত্তী নহে। আমি খোদার শান্তি-ছায়ার নীচে সকলকে সমবেত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তক্‌দিরের লেখা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, **এই দেশের পালাও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। নূহের জমানা তোমাদের চোখের সাম্‌নে আসিবে এবং লূতের দেশের ঘটনা তোমরা নিজ চক্ষে দেখিবে।** কিন্তু খোদা কোপ প্রদর্শনে মন্থর। **তৌবা কর, যেন তোমাদের প্রতি দোয়া করা হয়।** খোদাকে যে ছাড়ে সে কীট বিশেষ, মানুষ নয়; তাঁহাকে যে ভয় না করে, সে মৃত, জীবিত নহে।"
(হাকীকাতুল-অহি, পৃঃ ২৫৬—৫৭, ১৯০৫ ইং)

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বহু বার পত্রিকা যোগে এবং পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়া প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি ভীষণ আজাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তদনুসারে দুনিয়াতে তাঁহার দাবীর পর হইতে মহা মহা প্রলয়-কাণ্ড সমূহ সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, ফরমোসা, কাঙ্গারা, মুঙ্গের ও কোয়েটা ইত্যাদি বহু স্থানের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, পাঞ্জাবের প্লেগ, ইউরোপের বিগত মহা-যুদ্ধ, জগৎ ব্যাপী ভীষণ অর্থ সঙ্কট, মহা মহা প্লাবন ইত্যাদি তাঁহারই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হইয়াছে। কোন এক যুগে এতগুলি প্রলয়-কাণ্ড জগতের ইতিহাসে কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ দেখা দিয়াছে ইহাও তাঁহারই ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ করিতেছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এক দিক দিয়া যেমন ভূমিকম্পের কথা বলা হইয়াছে তেমনি আর এক দিক দিয়া **ভূমিকম্প ছাড়া অন্যান্য ভয়ঙ্কর আপদ সমূহের কথাও বলা হইয়াছে।**

অতএব বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় প্রলয়ঙ্কর ঘটনাই এই ভবিষ্যদ্বাণীরই অন্তর্গত। বস্তুতঃ দুনিয়ায় এখন যে সকল অসাধারণ এবং প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিবে তৎ-সমুদয়ই তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরক ও সত্যতার জীবন্ত প্রমাণ হইবে।

এই সকল আজাবের কারণও তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীতেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—

"এই সমুদয় এই জন্য হইবে যে, মানুষ আপন স্রষ্টার উপাসনা ছাড়িয়া সমস্ত মন, সমস্ত সাহস ও সমস্ত চিন্তা নিয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে।"

আরো বলিয়াছেন—

"আমি না আসিলে এই সকল বিপদ-আপদ আসিতে একটু বিলম্ব হইত, কিন্তু আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খোদার গজব বা কোপ প্রদর্শনের সেই অপ্রকাশিত ইচ্ছা যাহা অনেক দিন যাবৎ গোপন ছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

আরো বলিয়াছেন—

"আমি খোদার শান্তি-ছায়ার নীচে সকলকে সমবেত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তকদিরের লেখা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল।"

কোরান করীমে আল্লাহ্‌ তা'লাও বলিয়াছেন—

"আমি কোন রসুল প্রেরণ না করা পর্য্যন্ত আজাব পাঠাই না।"

অতএব মানুষের পাপময় জীবন যাপন, খোদাকে ভুলিয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়া এবং সর্ব্বশেষে এ যুগের ত্রাতা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আহ্বানে সাড়া না দেওয়াই এই আজাবের মূল কারণ।

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীতেই এই আজাব হইতে বাঁচিবার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—

"যাহারা তৌবা করিবে (অর্থাৎ পাপ বর্জ্জন করিবে) তাহারা রক্ষা পাইবে, যাহারা বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই ভীত হয় তাহাদের প্রতি দয়া করা হইবে।"

আরো বলিয়াছেন—

"হে দ্বীপ বাসিগণ! কোন নিজের-বানান খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।"

আরো বলিয়াছেন—

"তোমরা কি মনে কর নিজেদের তদ্‌বির দ্বারা নিজদিগকে বাঁচাইতে পারিবে? কখনো না, মানুষের কাজের সে-দিন অবসান হইবে।"

পূনঃ বলিয়াছেন—

"তৌবা কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে।"

অতএব বুঝা যাইতেছে, পাপময় জীবন ছাড়িয়া এক আল্লাহ্‌র দিকে ঝুকিয়া পড়া, নিজেদের চেষ্টা তদ্‌বিরের উপর ভরসা না করিয়া আল্লাহ্‌র তদ্‌বিরের আশ্রয় লওয়া—অর্থাৎ তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ করাই—এই আজাব হইতে অব্যাহতি পাইবার এক মাত্র উপায়।

আল্লাহ্‌ তা'লা জগদ্বাসীকে এই আজাবের মূল কারণ উপলব্ধি করিবার এবং ইহা হইতে রক্ষা পাইবার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করতঃ তাঁহার শান্তি-ছায়ার নীচে সমবেত হইবার তৌফিক দিন এবং আমাদিগকে পূর্ণ ভাবে পাপ বর্জ্জন করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করতঃ তাঁহার প্রীতি ও নৈকট্য লাভ করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

নোট—আগামী সংখ্যায় ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) উক্তি ও ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ প্রকাশ করিব—সঃ আঃ

'সানরাইজ' ও রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্সের গ্রাহকগণের প্রতি

এতদ্বারা সাপ্তাহিক 'সান্‌রাইজ' পত্রিকার ভাবী গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গীয় আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া কর্ত্তৃক এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই উভয় পত্রিকা সম্পর্কে যে 'Concession' বা রেহাই দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান ১লা সেপ্টেম্বর হইতে রহিত করা হইয়াছে। অতএব এখন হইতে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ইহাদের জন্য পূর্ণ মূল্য, অর্থাৎ বাৎসরিক চারি টাকা করিয়া দিতে হইবে।

—জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

জগৎ আমাদের

পশ্চিম আফ্রিকা—গোল্ডকোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বিগত মে ও জুন মাসে মৌলবী নজীর আহ্‌মদ সাহেব আঠারটি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া একুশটি লেক্‌চার প্রদান করেন, প্রায় পাঁচ হাজার লোক লেক্‌চার শ্রবণ করেন। এতদ্ব্যতীত ২৭৪ জন লোকের সঙ্গে প্রাইভেট ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ইসলামের সুসংবাদ পৌছান। ফলে খোদাতা'লার ফজলে ৪৩ জন লোক আহমদীয়া সিলসিলায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! এতদ্ব্যতীত ১২০ জন অনারারী মোবাল্লেগ প্রায় ৭৫০০ জন লোককে সত্যের পয়গাম পৌছাইয়াছেন।

জাভা—জাভা হইতে মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, মৌলবী-ফাজেল, জানাইয়াছেন যে. ইদানিং তথায় গারত সহরে খোদাতা'লার ফজলে ৩৭ জন লোক 'বয়েত' করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেখানকার আহমদীয়া জমাতের লোক-সংখ্যা ২৪৮ জন হইয়াছে। জমাতের তালীম-তরবীয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। নব দীক্ষিত ভ্রাতাদের মধ্যে মিঃ আর এল্‌ডিস ও মিঃ শার্মেলের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শেষোক্ত ভ্রাতা তথাকার গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের এক জন শিক্ষক এবং "Pesoendin" নামক গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীগণের এক মাত্র সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। তিনি সপরিবারে জমাতে দাখেল হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও বেশ শিক্ষিতা। তিনি এক মহিলা সমিতির সেক্রেটারী। এতদ্ব্যতীত বি, পি হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার—যিনি তিন বৎসর হলেণ্ডে থাকিয়া আসিয়াছেন—নব-দীক্ষিত ভ্রাতাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি। গারত সহরের আশেপাশে গ্রামসমূহে 'নক্‌শ-বন্দী' সম্প্রদায়ের আরো ৩০ জন লোক পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখেল হইয়াছেন।

কাদিয়ান—হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) যিনি সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ধরমশালায় গিয়াছিলেন, বিগত ২৯শে আগষ্ট কাদিয়ান শরীফ তশরীফ আনয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই তিনি শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্বেও যুদ্ধ সম্বন্ধে এক খোৎবা প্রদান করিয়াছেন। তাহা ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আগামীতে প্রকাশ করা হইবে।

কায়রো হইতে আগত ভ্রাতা আহমদ আফেন্দী হিলমী, বিগত ২৬শে আগষ্ট কাদিয়ান হইতে স্বদেশে রওয়ানা হইয়াছেন। মৌলানা শেরআলী সাহেব ও নাজের দাওয়াত-তবলীগ সাহেব তাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

ঢাকা খোদ্দামুল্‌-আহ্‌মদীয়ার মিটিং

খোদার ফজলে ঢাকা খোদ্দামুল্‌ আহ্‌মদীয়ার সাপ্তাহিক মিটিং প্রত্যেক রবিবার দস্তর মতো চলিতেছে। ইহাতে ঢাকার শিক্ষিত সমাজের মন এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই সভায় যোগদান করিয়া ইহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। এমন কি আমাদের হিন্দু বন্ধুদের এক জন উৎসাহিত হইয়া সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দিত করেন। ঢাকার তরুণ আহমদী বক্তাগণও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আজকাল সভার যাবতীয় কার্য্যে যোগদান করিতেছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

গত ২০শে আগষ্ট, বক্তৃতার বিষয় ছিল—"খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ"। সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন মাষ্টার আহ্‌সান উল্লাহ্‌ চৌধুরী, মাষ্টার নবিয়ুল হক, হাকিম এস্‌ রহমান সাহেব, মৌলভী আবদুর রহমান খান্‌ সাহেব বি-এ, বি-এল ও মাষ্টার মোস্তফা আলী। সকলের শেষে সভাপতি মৌলভী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব বি-এ সকল বক্তাগণকে বন্ধুভাবে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিবার নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিয়া সভা সাঙ্গ করিলেন।

পুনঃ ২৭শে আগষ্ট, "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বাবু নির্ম্মল চন্দ্র বসু, মাষ্টার মোস্তফা আলী, মাষ্টার আহ্‌সান উল্লাহ্‌ চৌধুরী, হাকিম এস্‌ রহমান সাহেব ও মৌলভী আবদুর রহমান খান সাহেব বি-এ, বি-এল বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মৌলভী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব বি-এ, তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিয়া সভা শেষ করিলেন।

আবার ৩রা সেপ্টেম্বর "মানবের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে এক বক্তৃতার আয়োজন হয়। ইহাতে সর্ব্ব প্রথম মাষ্টার সালাহ্‌ উদ্দিন খান কোরাণ শরীফ পাঠ করেন। তার পর মাষ্টার

আহসান উল্লাহ চৌধুরী, মাষ্টার মিরজা আলী, মাষ্টার নবিয়ুল হক, হেকিম সাজেদুর রহমান ও মৌলভী আবদুর রহমান খান বি-এ, বি-এল্ সাহেব চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতাগণকে আকৃষ্ট করেন। এই সুযোগে দুই জন গয়ের আহমদী ভাইও উৎসাহিত হইয়া বক্তৃতা দেন। ইহাতে উপস্থিত জন মণ্ডলীর সকলের মধ্যেই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন ঢাকার পুলিস অফিসার এবং অপর জন ছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। সকলের বক্তৃতা শেষে সভাপতি সাহেব সময়ের অল্পতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার অভিভাষণ সংক্ষেপে শেষ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিদায় দিলেন।

বলা বাহুল্য যে এই সভায় লোক সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে অধিক হইয়াছিল। গয়ের আহমদী ভাইদের সংখ্যাই আহমদী ভাইদের চেয়ে বেশী ছিল। আশা করা যায় ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে।

চৌধুরী আহ্‌সান উল্লাহ্—কেপ্টেন, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

সিউরিতে তবলীগ-ডে

খোদার ফজলে ইদানিং সিউরি আঞ্জোমনে আহমদীয়ার তবলীগের কার্য্য বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গায়ের-আহমদী মোল্লাদের নানা প্রকার অলীক বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও খোদার ফজলে অবিশ্রান্ত তবলীগের ফলে জনৈক উচ্চ শিক্ষিত গ্রাজুয়েট পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখেল হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত টাউনে পুস্তিকা বিতরণ দ্বারা শিক্ষিত মহলে তবলীগ করা হইয়াছে। খোদার ফজলে এই তবলীগের ফল তাহাদের হৃদয়ে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে।

বিগত "তবলীগ-ডে" উপলক্ষে স্থানীয় আঞ্জোমন এক মিটিংএর ব্যবস্থা করেন। দুঃখের বিষয় অনবরত বৃষ্টিপাতের দরুণ সভায় আশানুরূপ লোক-জন সমবেত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, উপস্থিত ভ্রাতৃ-বৃন্দের মধ্যে আমাদের নব-দীক্ষিত ভ্রাতা মৌলবী আবদুল মালেক সাহেব B. A. এক দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলা এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর সত্যতা সপ্রমাণ করেন। খোদার ফজলে তাঁহার বক্তৃতা উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীর হৃদয়ে অতি উত্তম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমান জমানায় আহমদীয়া সম্প্রদায় সমস্ত জগৎ-ব্যাপী ইসলামের যে খেদমত করিতেছেন উপস্থিত জন-মণ্ডলী তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অপর পক্ষে গয়ের-আহমদী মৌলবীদের বৃথা বাহ্যাড়ম্বর ও আহমদীয়াত সম্বন্ধে তাহাদের ভীত্তিহীন বাক-বিতণ্ডার তীব্র নিন্দা করেন। ইতি—

আবদুল লতিফ—প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমন আহমদীয়া, সিউরি

কলিকাতায় তবলীগ

কলিকাতা আঞ্জোমন আহমদীয়ার তবলীগ সেক্রেটারী মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁন জানাইয়াছেন যে, খোদাতা'লার ফজলে কলিকাতা আঞ্জোমন আহমদীয়ার দারুৎ-তবলীগে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফলতার সহিত প্রতি রবিবারে সাপ্তাহিক তবলীগী সভার অনুষ্ঠান হইতেছে এবং দিনদিনই অধিকতর লোক ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। বিগত ৬ই আগষ্ট হইতে ২০ শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তথায় তিনটি সভার অনুষ্ঠান হয়। তন্মধ্যে মৌলানা মোহাম্মদ সলিম সাহেব আহমদীয়া মিশনারী, মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁন সাহেব বি-এল, মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেব বি-ত্র, বি-টি, মীরজা জাফর আহমদ সাহেব বার-এট-ল, মৌলবী আবদুল হাফিজ সাহেব, মৌলবী দোস্ত মোহম্মদ সাহেব এবং খাজা গুল মোহাম্মদ সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। "Revolution & not Evolution" "Social justice", "World federation" "The Role of 'Prophets" Tahrik Jadid" "Khuddamul Ahmdiyya" ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বহু আহমদী গয়ের-আহমদী ভ্রাতা সভায় যোগদান করিয়া বক্তৃতা শ্রবণে আপ্যায়িত হন।

সাপ্তাহিক তবলীগী মিটিং ছাড়া স্থানীয় মোসলেম আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের কতিপয় সভা-সম্মেলনও দারুৎ তবলীগে হইয়াছে। ফলে কলিকাতা, আলীপুর, শিয়ালদাহ ও হাওড়ার মোসলেম আইন ব্যবসায়ীগণের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার সেক্রেটারী হইয়াছেন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী দৌলত আহমদ খান বি-এল সাহেব।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স ও আঞ্জোমনের আহ্‌মদীয়ার অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ত্রিপুরা) মস্‌জিদুল-মাহ্‌দীতে এক পরামর্শ সভার আহ্বান করা হইয়াছে। স্থানীয় আঞ্জোমন সমূহের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ ইহাতে যোগদান করিবেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর মহোদয় ও জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব—এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌঁছিতেছেন। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ তাঁহাদের সহায় হউক, আমীন!

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

মিনা কৃমি-নাশক

কৃমির কারণে শিশুদের (জ্বরে) জ্বরবিকার হয়, মূর্চ্ছা যায়। এমন ব্যধি নাই যাহা কৃমি হইতে না হয়। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অতিক্ষুধা, খেন্‌-খেনানী ও রাগী ভাব ইত্যাদি বহু কুলক্ষণ শিশুদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত কৃমি-নাশক ঔষধ সেবনে কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। মূল্য ৫ ডজন ॥/০

ঠিকানা—এম, এস, রহমান
১৫নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions (Paper bound ...	12 *as.* 8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৵১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৵১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৵৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).